বিশ্ব নিখিল নাস্তিক থেকে গড়লো যে তাঁর সব গুণ-গান,
হাজার সালাম সত্তাকে সেই সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মহান।
সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম তোমার প্রিয় সখার পরে
সালাত সালাম পাঠাও গো রব যুগ থেকে যুগ যুগান্তরে।

বিশ্বনবী (সাঃ) এর প্রতি প্রেম

১। 'সলম' বনে পড়শিগণের বিয়োগব্যথা স্মরণ করে
নয়ন যুগল হতে কি ওই রক্তমাখা অশ্রু ঝরে?
২। দূর 'কাজেমা'র প্রান্ত হতে মাতাল হাওয়া বইছে ফিরে
কিংবা 'এজাম' গিরির কোলে বিজলি হাসে আঁধার চিরে?
৩। বারণ করি যতোই আমি ততোই আঁসু ঝরায় আঁখি
ততোই হিয়া হয় পেরেশান যতোই নিষেধ করতে থাকি।
৪। বাঁধনহারা আঁসুর ধারা প্রণয় ব্যাকুল তাপিত মন
প্রেমের সুধা সুপ্ত এতেই বুঝে কি তা প্রেমিক সুজন?
৫। নাইবা হলে আশেক তবে কেন বিজন টিলার পরে
'আলমগিরী' 'বান' বিটপী স্মরে এমন অশ্রু ঝরে?
৬। মিছেই কেবল করছো গোপন প্রেম অস্বীকার করছো মিছে
সজল আঁখি, কঠিন পীড়া দাঁড়ানো দুই স্বাক্ষী পিছে।
৭। পীড়ার ক্ষত, অশ্রুধারা দুই আলামত সর্বনেশে
হলদে কুসুম, রক্তজবা রয়েছে দুই গণ্ডদেশে।
৮। পেলাম সখার মধুর পরশ নিদ্রা কোলে বিভোর যখন
মনের আগুন বাড়লো দ্বিগুণ ভাঙতেই সে মধুর স্বপন।
৯। 'উজড়া' সম গভীরতর জানলে আমার প্রণয় মীড়ে
করতে না আর বেইন্‌সাফি বিঁধতে না আর নিন্দা তীরে।
১০। প্রেমিক হলেই স্বাদ পেতে মোর এই নিদারুণ মর্ম জ্বালার
বুঝতে তখন নেই উপশম তীব্রতর এই বেদনার।
১১। ভালোবাসা ভুলতে আমায় যতোই খুশী বলতে পারো
মিছে সবই, আশেক বধির লয়না কানে মন্ত্র কারো।
১২। প্রবীণতার সৎ উপদেশ যতোই ভাবো সর্বনেশে
মন্দ কিছু নেই আসলে 'তুলহায়াতে'র উপদেশে।

প্রবৃত্তির তাড়না

১৩। জ্ঞান ধীষণায় শীর্ণ জীর্ণ 'দুষ্টমতি আত্মা' আমার
লয়নি কানে সৎ উপদেশ 'তুল হায়াতী অভিজ্ঞতার।
১৪। জরা নামের সেই অতিথি এলো যখন দেহের ঘরে
নেক আমলের অর্ঘ্য দানি লইনি তারে বরণ করে।

১৫। সেই অতিথি আপ্যায়নের নেই ক্ষমতা জানলে পরে
আমার সকল গুপ্ত বিষয় রেখে দিতাম গোপন করে।
১৬। পাগলা ঘোড়া এই বেয়াড়া মনটাকে মোর ভবঘুরে
বশে এনে কে দেবে হায় নিপুণভাবে বলগা জুড়ে।
১৭। তুষ্ট কভু হয় না যে মন পাপের পথে, কলুষ দ্বারা
ভোজন বিলাস লোভকে করে তীক্ষ্ণতর বল্গা হারা।
১৮। 'দুষ্টমতি আত্মা' যে ঠিক দুগ্ধপায়ী শিশুর মত
বাগড়া না দাও-বাড়বে তবু দুগ্ধ পানেই থাকবে রত।
১৯। দমন কর রিপু নিচয় টেনে ধরো কামনা রাস
বানিয়ে নিলে প্রভু তাকে করবে তোমায় সমূলে নাশ।
২০। চরণভূমে চলার কালে কঠোরভাবে দাও পাহারা
গণ্ডি ছেড়ে যায় সে খোশে অমনি হলে বাঁধনহারা।
২১। দুষ্ট রিপু ভোগ বিলাসে নয়ন মোহন দেখায় সোজা
চর্বিতে যে গরল থাকে সহজে তা যায় না বোঝা।
২২। রিপু-ক্ষুধার ছোবল হতে সতর্কতায় থাকবে অতি
ক্ষুধার চেয়ে অতিভোজন বদহজমে দারুণ ক্ষতি।
২৩। ঢের জমেছে পাপের বোঝা বহাও চোখে অশ্রুধারা
হয় না মোচন পাপের কালি অনুতাপের কান্না ছাড়া।
২৪। উল্টো চলো শয়তানের ও দুষ্ট রিপুর হর হামেশা
মন্দ কাজের মন্ত্রদানই এদের পেশা এদের নেশা।
২৫। এই দু'জনা দুষ্ট ভীষণ পথটা এদের দারুণ টেরা
নেই সেখানে ভালোর কিছু যেই খানেই থাক না এরা।
২৬। কর্মবিহীন ভাষণ থেকে শরণ যাচি আলহ্ পাকের
বন্ধ্যা নারীর বংশধারার দাবী নিছক উপহাসের।
২৭। দিই উপদেশ ভালো কাজের খোদ চলেছি মন্দ পথে
এই নসিহত শুধুই ফাঁকা দেয় না সুফল কোনো মতে।
২৮। আখেরাতের দীর্ঘ পথের নেই পাথেয় শূন্য খামার
ফরয রোজা নামাজ ছাড়া নফল কিছু নেইকো আমার।

রসূলুলাহ্ (সাঃ) এর প্রশংসা

২৯। তরীকা তাঁর ত্যাগ করেই করছি যুলুম পড়ছি ভুলে
দাঁড়িয়ে থেকে সালাতে যার চরণ যুগল উঠতো ফুলে।
৩০। বাঁধেন কাপড় পাক উদরে দারুণ ক্ষুধার তীব্র জ্বালায়
কুসুম তনু রাখতে ঋজু কঠিন শিলা বাঁধেন মাজায়।
৩১। সোনার পাহাড় সামনে এলো মুখ ফিরালেন অবহেলে
আরাম আয়েশ তুচ্ছভরে দুই চরণে দিলেন ঠেলে।
৩২। অভাব তাঁকে করল উঁচু অভ্রভেদী গিরির মত

কাসীদায়ে বুরদা-৩

তাঁর সততা গুণের কাছে তামাম জাহান হলো নত।
৩৩। কেমনে তাঁকে করবে কাবু লোভ-লালসার মোহন মায়া
বিশ্ব ভুবন যার কারণে নাস্তি থেকে পাইল কায়া।
৩৪। প্রিয়নবী 'মুহাম্মদ'ই দুই জাহানের মহান নেতা
আরব-আজম অধিপতি বিশ্বগুরু জগৎ জেতা।
৩৫। আদেশ-নিষেধ হা ও না-এর হুকুমদাতা নবী আমার
সত্য-সঠিক হুকুম জারীর নেই যে কোনো তুলনা তাঁর।
৩৬। প্রিয় সখা খোদ এলাহির পরকালের কাণ্ডারী সে
কঠোর কঠিন বিপদকালে মুক্তি দয়ার ভাণ্ডারী সে।
৩৭। ডাকলো তাঁহার সত্য পথে সেই ডাকে দেয় দৃপ্ত সাড়া
শক্ত হাতে বজ্র অটুট রজ্জু কষে ধরলো তারা।
৩৮। জ্ঞানে-গুণে ধী মনীষায় নবীকুলের শ্রেষ্ঠ নবী
সব অনুপম সব বেনজীর স্বভাব চরিত সুরত ছবি।
৩৯। সকলে তাঁর সাগর থেকে আঁজলা পানি যাচনা করে
এই বাদলের বিন্দু বারি সবাই মাগে সকাতরে।
৪০। সবাই যে তাঁর জ্ঞান মনীষার সাগর বেলায় অপেক্ষমাণ
সবাই গভীর পিয়াস নিয়ে বিন্দু বারি চায় অনুদান।
৪১। পূর্ণ, নিখুঁত, নজিরবিহীন মন মননে ছায়ায় কায়ায়
স্রষ্টা স্বয়ং বন্ধু বলে করলো বরণ গভীর মায়ায়।
৪২। সকল গুণের মৌল আদিম উৎসধারা রূপ সুষমার
শরীকবিহীন ভাজ্যবিহীন অদ্বিতীয় সত্তা যে তাঁর।
৪৩। নবী ঈসায় নাসারাগণ খোদার বেটা ডাকছে ভুলে
সেইটি বাদে নবীগুণের গান গেয়ে যাও পরান খুলে।
৪৪। মহত্ত্ব গুণ মর্যাদা মান উচ্চ থেকে উচ্চতর
তাঁর সুবিশাল সত্তা সনে যতোই খুশী যুক্ত করো।
৪৫। কেননা সেই মহানবীর নেই কোনো শেষ গুণ গরিমার
উর্ধ্বে তিনি বাগ্মী, কবির সব বায়ানের সাধ্যসীমার।
৪৬। সেই সুমহান সত্তা এমন ডাকলে পূত নাম নিয়ে তাঁর
জীবন পেয়ে উঠবে হেসে হাজামজা গলিত হাড়।
৪৭। দয়াল তিনি তাঁর সুবিশাল হৃদয়খানি দরদ ভরা
এমন হুকুম দেননি তিনি অসাধ্য যা পালন করা।
৪৮। সত্তা তাঁহার দীপ্ত রবি তীব্র জ্যোতির উৎসধারা
দেখতে কি চাও পূর্ণ রূপে? ঝলসে যাবে নয়নতারা।
৪৯। দূর থেকে ওই আদিত্যকে দেখায় ছোট, নিকট গেলে
ক্ষর তেজের দীপ্ত তনু যায় না দেখা নয়ন মেলে।
৫০। ব্যর্থ হলো কাছের মানুষ বুঝতে যে রূপ চিত্তহারী
সেই সুষমার তত্ত্ব গভীর বুঝবে কী আর স্বপ্নচারী।

৫১। এই টুকুনে তুষ্ট থাকো তিনিই সেরা সৃষ্টি খোদার
মানব বটে-তবু ধরায় নেই যে কোনোই তুলনা তাঁর।
৫২। তাঁর মহান নূর উৎসভূমি সকল নবীর সব মোজেযার
এ নূর বলেই দেখান তাঁরা যুগে যুগে নিশান খোদার।
৫৩। সূর্য তিনি-তাঁর আকাশে নবী সমাজ গ্রহ-তারা
তাঁরই জ্যোতির কেন্দ্র থেকে সবাই পেলো জ্যোতির ধারা।
৫৪। উদয় হতে সেই দিবাকর নিখিল ভুবন উঠলো মাতি
সেই সুবিমল আলোক ধারায় করলো গাহন সকল জাতি।
৫৫। চারু স্বভাব মঞ্জু কায়া দেহ মনের রূপ মাধুরী
দুয়ে মিলে সেই অপরূপ রূপকুমারের নেই যে জুড়ি।
৫৬। কোমলতায় গোলাপ কলি উজ্জ্বলতায় তারাপতি
বদান্যতায় মহাসাগর শৌর্যে অমোঘ কালের গতি।
৫৭। কুসুম কোমল তবু যে তাঁর স্বভাবসুলভ তেজঃমহিমায়
এক লাখেও মনে হতো ঘেরা বিপুল সৈন্য-সেনায়।
৫৮। মুচকি হাসির অন্তরালে ঝিলিক হানে দন্ত সারি
যেন সাগর-ঝিনুক থেকে আনলো তাজা মুক্তো পাড়ি।
৫৯। শয়ান তিনি যেই মাটিতে খোশবু যে নেই তার মতো আর
ভাগ্য দারাজ চুম্‌লো যারা শুঁক্‌লো যারা সুরভি তাঁর।

বিশ্বনবী (সাঃ) এর আবির্ভাব

৬০। অন্ত-আদি সব উপাদান পবিত্র যার পূর্ণ নূরে
আবির্ভাবে সেই নায়কের লাগলো চমক বিশ্ব জুড়ে।
৬১। উঠলো কেঁপে ইরান ভুমি রইলো না আর বাকী বুঝার
মঞ্চে হাজির ন্যায়ের রাজা সময় খতম অগ্নিপূজার।
৬২। ধরলো ফাটল খসরু রাজের বালাখানার উচ্চশিরে
লাগলো বিবাদ সৈন্যদলে এলো না আর শান্তি ফিরে।
৬৩। সেই বেদনার দীর্ঘশ্বাসে নিভলো পূজার বহ্নিশিখা
শুকিয়ে গেলো ফোরাত নদীর সলিলধারা চলন্তিকা।
৬৪। সাওয়া হ্রদের অম্বুরাশি শুষ্ক হলো সেই বেদনায়
জলকে চলো পিয়াসু দল ফিরে গেলো ভগ্ন হিয়ায়।
৬৫। অগ্নি যেন সলিল হলো সলিল পেলো রূপ আগুনের
সেই বিষাদে সর্বব্যাপী বইলো তুফান ইনকিলাবের।
৬৬। জানিয়ে দিলো জিনেরা তাঁর আবির্ভাবের খোশ খবরী
ছড়িয়ে গেলো সেই বারতা ত্বরিৎ বেগে ভুবন ভরি।
৬৭। ঘাড় বাঁকিয়ে রইলো তবু অন্ধ বধির ভ্রান্ত কাফের
জাগালো না হৃদে সাড়া দীপ্ত নিশান নবুওয়াতের।
৬৮। আকাশ হতে উজল তারা পড়লো খসে মাটির ভূমে

দেব দেবীদের মূর্তিগুলো উল্টে পড়ে জমিন চুমে।
৬৯। জ্যোতিষ তাদের বলেছিলো ভ্রান্ত ধরম টিকবে না আর
তবু অটল রইলো তাতে জ্ঞান করে সে মিথ্যাকে সার।
৭০। শয়তানেরা নিক্ষেপিত অগ্নিবাণের তীব্র জ্বালায়
ওহীর আকাশ-সড়ক ছেড়ে একের পিছে অন্যে পালায়।
৭১। পালায় যথা হস্তিসেনা আবৃরাহা শা' মহাপাপীর
নিক্ষেপিত নবীর ধূলায় কিংবা যথা পালায় কাফির।
৭২। ইউনুস নবীর তসবি পাঠ মৎস যথা শীঘ্র অতি
উদ্‌গারি তায় ফেলল চরায় অধীর হয়ে তীব্রগতি।
তেমনি নবীর হস্ত হতে কাঁকরগুলো তসবিরত
ধাইল ত্বরা লক্ষ্যভেদী তীক্ষ্ণ গতি তীরের মতো।

রসূলুলাহ্ (সাঃ) এর সত্যের আহ্বান

৭৩। চরণবিহীন বৃক্ষরাজি মোর পিয়ারা নবীর ডাকে
হাজির হলো কাণ্ডভরে সিজদারত পত্রে শাখে।
৭৪। আসলো তারা শির আনত মুহাব্বতের গভীর টানে
আসলো যেন গুণ-গানের পঙক্তি লিখে তাঁহার শানে।
৭৫। রৌদ্র তাপে চলতে পথে মাথার উপর বাদল এসে
ধরতো ছায়া নিবিড়ভাবে শূন্যে থেকে হাওয়ায় ভেসে।
৭৬। চাঁদ বিদারণ বুক বিদারণ দুয়ের মাঝে মিল যে মেলা
'খোদার কসম' দুই ঘটনা নূরের মেলা, নূরের খেলা।
৭৭। সওর গিরি গুহার কোলে লুকান নবী সংগোপনে
চিরদিনের প্রাণের সাথী আবু বকর তাঁহার সনে।
৭৮। উভয় সাথী গুহার মাঝে তবু কাফির দেখতে না পায়
চক্ষু তাদের অন্ধ হলো মহানবীর পাক মোজেযায়।
৭৯। দেখলো তারা উর্ণনাভে জাল বুনছে গুহার মুখে
তারই পাশে কবুতরে ডিম পেড়েছে মনের সুখে।
বললো তারা এই গুহাতে কেউ ঢুকেনি আজ নিশীথে
পুরান এসব শীঘ্র চলো তালাশ করি অন্য ভিতে।
৮০। শত্রুকুলের বিপুল রসদ তীর তলোয়ার দূর্গ থেকে
ভয়-ভীতিহীন বেপরোয়া করলো খোদা তাঁর নবীকে।
৮১। যেই বিপদে যখন আমি তাঁর সমীপে চাইছি শরণ
পেয়েছি তাঁর মদদ নিতি বিফল কভু হয়নি কখন।
৮২। দুই জাহানের নিয়ামতের যখনই যা দরবারে তাঁর
যাচনা করে হাত পেতেছি ব্যর্থ কভু হইনি তো আর।
৮৩। স্বপ্নতেও পেতেন ওহী পষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া
নয়নে তাঁর নিঁদ এলেও হৃদয় ছিলো তন্দ্রাহারা।

৮৪। অপেক্ষা শেষ-সজ্জিত মন জ্যোতির্লোকের দীপ্ত ভূষায়
স্বপ্নে ওহী শুরু হলো নবুওয়াতের রাঙা উষায়।
৮৫। খোদার সেরা দান নবুওয়াত আহরণের বস্তু এ নয়
গায়বী কথা কয় না নবী খোদার ওহী কণ্ঠে শোনায়।
৮৬। মোজেযা তাঁর পষ্টতর দীপ্ত উজল চিহ্ন হকের
কায়েম ছিলো সাধ্যাতীত এই ব্যতীত সত্য ন্যায়ের।
৮৭। কতোই হলো রোগ নিরাময় তাঁহার হাতের পরশ মেখে
কতো পাগল মুক্তি পেলো উন্মাদনার শেকল থেকে।
৮৮। খরায় মরা আকাল ভরা বর্ষ কতো সর্বনেশে
দোয়তে তাঁর জীবন পেলো ফুল-ফসলে উঠলো হেসে।
৮৯। সেই দোয়াতে বিষ্টি জলের ঢল বয়ে যায় বাঁধনহারা
'এরেম' বাঁধের দেয়াল ভেঙে বইল যেমন বন্যাধারা।

কুর-আনুল কারীমের মর্যাদা

৯০। গিরি শিখর উজল করা দিক-দিশারী অগ্নি যথা
দাও আমাকে বলতে এবার পুণ্যে ভরা সে সব কথা।
৯১। মুক্তো মানিক গাঁথলে মালায় বাড়ে বটে তাহার শোভা
না গাঁথলেও দীপ্তি সমান একই সমান মনোলোভা
তেমনি কুরআন করলে বয়ান দীপ্তি বাড়ে লোক সমাজের
না করলেও বয়ান তাতে কোনই ক্ষতি নেই কুরআনের।
৯২। মহিমা তার এতোই বেশী উচ্চ এতো তাঁর মহাশির
পায় কি কভু নাগাল তাঁহার কল্পনাতে কোনো কবির?
৯৩। অনাদি সেই সত্তা সম কালাম 'কাদিম' শুরুবিহীন
অথচ তার অর্থমালা চির নতুন, চির নবীন।
৯৪। মুক্ত কালের পাঞ্জা থেকে তবু আছে বার্তা কালের
খবর আছে বিচার দিনের আছে খবর 'আদ' 'এরেমের'।
৯৫। সব কিতাবের শ্রেষ্ঠ কিতাব শ্রেষ্ঠ এ যে সব মোজেযার
শেষ হয়েছে সব মোজেযা হবে না শেষ মোজেযা তাঁর।
৯৬। আয়াতমালা পষ্টতর বিন্দুও লেশ নেই জড়তার
সব বিচারের উর্ধ্বে কুরআন উর্ধ্বে সকল দ্বন্দ্ব-দ্বিধার।
৯৭। নামলো যখন অরাতিকুল মোকাবেলায় এই কিতাবের
বাধ্য হলো সন্ধি করায় ক্লান্তি বয়ে পরাজয়ের।
৯৮। সম্মানী বীর দুরাচারের হামলা যেমন ব্যর্থ করে
মর্যাদা-মান পরিবারের রক্ষা করে সৌর্য ভরে।
তেমনি কুরআন ভাষা এবং অলংকারে তার অনাবিল
বিরোধীদের সকল চ্যালেঞ্জ অলীক দাবী করলো বাতিল।
৯৯। নিতুই বাড়ে মর্ম-মানে উর্মি সম নীল সাগরের

হীরে মোতি পান্না থেকে কান্তি কিমত ঢের বেশী এর।
১০০। নেই অবসাদ তিলাওয়াতে অবাক অবাক মর্মে ভরা
এর অবদান বিপুল বিশাল হিসাব নিকাশ যায় না করা।
১০১। নয়ন শীতল হয় পঠনে বলছি শোন পাঠকদেরে
ধরেছো ঠিক অটুট রশি দিও না এই রজ্জু ছেড়ে।
১০২। এর তিলাওয়াত দেয় নিভিয়ে জাহান্নামের অগ্নিশিখা
ভাগ্য দুয়ার দেয় খুলে এ পরায় ভালে বিজয়টিকা।
১০৩। জান্নাতী জাম কাওছারের এ স্বচ্ছ শীতল পুণ্যধারা
হয় উজালা এর পরশে পাপীর কালো রূপ চেহারা।
১০৪। ন্যায় বিচারের নিক্তি সঠিক সূক্ষ্ম সড়ক পুলসিরাতের
ফরক্বকারী ঈমান-কুফর আলো-আঁধার, হক-বাতিলের।
১০৫। বিদ্যাবিনোদ ধীমান কাফের ঝুট বলে যে এই কুরআনে
হিংসা-দ্বেষের ফল তা শুধু মনে ঠিকই সত্য জানে।
১০৬। চক্ষু পীড়ায় রোগীর কাছে খারাপ লাগে সূর্য-আলো
রোগের দরুন মিঠে জলও লাগে না আর জিভে ভালো।
তেমনি যতো পীড়িত জন হৃদে যাদের ব্যারাম আছে
এই কুরআনের মধুর বাণী লাগবে খারাপ তাদের কাছে।

রসূলুলাহ্ (সাঃ) এর মি'রাজ

১০৭। উট হাঁকিয়ে, পায়দলে কেউ সুদূর মরু দিয়ে পাড়ি
তোমার দ্বারে দানের আশে ভিড় করে সব যাচ্নাকারী।
১০৮। তুমি সেরা নজির নিশান ধ্যানী-জ্ঞানী চিন্তাবিদের
শ্রেষ্ঠতর বিভব তুমি ভদ্র মানী সম্মানীদের।
১০৯। পৌছলে রাতে এক হারামে আর হারামের প্রান্ত ছাড়ি
পূর্ণমাসী চন্দ্র যেমন রাত-সাগরে জমায় পাড়ি।
১১০। পৌছলে 'কাবা কাওসাইনে' দরবারে খোদ আলহ্ তায়ালার
অবাক সফর ভূমন্ডলে করেনি কেউ কল্পনা যার।
১১১। নবী সমাজ তোমায় নিয়ে করলো খাড়া সবার আগে
ভৃত্য যেমন প্রভুকে তার দেয় এগিয়ে অগ্রভাগে।
১১২। সপ্ত আকাশ করলে সফর ফেরেশতাদের মিছিল লয়ে
যেমনি চলে সেনাপতি সবার আগে ঝাণ্ডা বয়ে।
১১৩। অবশেষে পৌছলে খোদার নিকট থেকে নিকট আরো
পৌছা যেথায় হয়নি এবং হবে না আর সাধ্য কারো।
১১৪। সবার পিছে ফেল্লে তুমি নেই তুলনা কারুর সনে
ধন্য তুমি 'আরশে আলায়' একক রূপে আমন্ত্রণে।
১১৫। সংগোপনে পার্শ্বে নিয়ে দিলেন খুলে রহস্য দ্বার
নেই ক্ষমতা তুমি ছাড়া কারুরই তা জানার বুঝার।

১১৬। কামালতের সোপানরাজি নীরব ধ্যানে সব হয়ে পার
পৌঁছলে তুমি এককভাবে শীর্ষ চূড়ে সব মহিমার।
১১৭। দিলেন তোমায় যেই নিয়ামত নেই যে কোনো তুলনা তার
পেয়েছো তা একাই তুমি কাউকে দেয়া হয়নি যে আর।
১১৮। ভাগ্য দারাজ এ মিলাতের খোদার প্রিয় রসূল আমীন
করলো কায়েম এমন খুঁটি ধ্বংস যাহার নেই কোনো দিন।
১১৯। খোদার দয়ায় মোদের রসূল সব রসূলের সেরা রসূল
তেমনি মোরা সকল জাতির সেরা জাতি নেই তাতে ভুল।

রসূলুলাহ্ (সাঃ) এর জিহাদ

১২০। আবির্ভাবে বিশ্বনবীর কাঁপল হিয়া অরাতিদের
কাঁপে যেমন মেষের হিয়া ঘোর নিনাদে সিংহরাজের।
১২১। বীর নবীজীর মোকাবেলায় শত্রুসেনা যুদ্ধ মাঠে
চূর্ণ হতো, চূর্ণিত হয় গোশ্ত যেমন কসাই-কাঠে।
১২২। প্রতি লড়াই শত্রুকুলের ঘোর পরাজয় আনতো বয়ে
ভাবতো যদি পালান্ যেতো চিল-শকুনের সংগী হয়ে।
১২৩। শঙ্কিত মন দিশেহারা এতোই ছিলো শত্রু কাফের
ভুলে যেতো রাতের খবর সময় ছাড়া হারাম মাসের।
১২৪। সেই বাহাদুর জংগী সেনার অতিথ রূপে ছিলো এ দ্বীন
বৈরী সেনার রক্ত লোভী ছিলো যারা যুদ্ধকালীন।
১২৫। করতো তারা হামলা ভীষণ আরবী তাজী অশ্বে চড়ে
সাগর বেলায় উর্মি যথা ক্রুদ্ধ রোষে আছড়ে পড়ে।
১২৬। আত্মত্যাগী, পূণ্যকামী বীর মুজাহিদ মর্দে মুমিন
ক্ষীপ্র বেগে আঘাত হেনে সব কুফরী করলো বিলীন।
১২৭। মিটলো দ্বীনের দৈন্যদশা পূর্ণ হলো হিম্মতে মন
ফিরলো সুদিন মিললো বহু সংগী সাথী বন্ধু স্বজন।
১২৮। পতির ছায়ে পত্নী যেমন রয় নিরাপদ শঙ্কাহারা
আমান হলো খোদার এ দ্বীন তাঁদের ছায়ে তেমনি ধারা।
১২৯। শত্রু সনে যুদ্ধকালে কেমন ছিলো অটল পাহাড়
শুধাও রণ ভূমির কাছে পাবে অনেক সাক্ষী তাহার।
১৩০। বদর ওহুদ হুনায়েনের মাঠের কাছে শুধাও তুমি
বলবে তা সব কাফির সেনার পেগ-ভয়াল বধ্যভূমি।
১৩১। হলো তাদের আক্রমণে শুভ্র শ্বেত সব তরোয়ালে
কৃষ্ণ-চিকুর তরুণ তাজা শত্রু সেনার রক্তে যে লাল।
১৩২। তাদের যতো পীত বরণ তীরের ফলা তীক্ষ্ণতর
ব্যূহে পশি বৈরিকুলের করলো তনু জরজর।
১৩৩। কাফির থেকে ভিন্ন তাদের করলো সজুদ চিহ্ন ভালের

বাবুল কাঁটার মধ্যে যেমন ভিন্ন শোভা লাল গোলাপের।
১৩৪। ছড়িয়ে যতো বিজয় খবর বের হলেই অভিযানে
উতাল বায়ে ছড়ায় যথা গোলাপ সুবাস সর্বখানে।
১৩৫। অশ্ব পিঠে থাকতো লেগে অটল আসন নিটোল কায়ে
তৃণ যেমন লেপটে থাকে শেকড় গেড়ে টিলার গায়ে।
১৩৬। ভড়কে গেলো এমান কাফির চড়তে দেখে ছাগল ছানা
ভয় পালাতো-ভাবতো মনে আসছে মুমিন দিচ্ছে হানা।
১৩৭। নবীর মদদ পেলো যারা দেখা হলে তাদের সনে
যায় পালিয়ে সিংহ রাজও জানের ভয়ে গভীর বনে।
১৩৮। এমন সাথী নেই নবীজীর কোনো মদদ পায়নি যে তার
নেই অরি তাঁর এমন কোনো হয়নি ক্ষতি বরবাদী যার।
১৩৯। রাখলো দ্বীনের দুর্গ মাঝে নিরাপদে শিষ্যগণে
সিংহ যথা নিরাপদে রাখে শাবক গভীর বনে।
১৪০। হারিয়ে দিলো দ্বন্দ্বে কুরআন বৈরীদেরে অসংখ্য বার
কতোই হলো পরাভূত শত্রু খর যুক্তিতে তাঁর।
১৪১। এতীম অনাথ উম্মী আবার আঁধার ঢাকা আরব ভূমি
কী মোজেযা! এরই মাঝে ভাষা-কলার বাদশা তুমি।

আলহর ক্ষমা ও নবীজী (সাঃ) এর শাফায়াত প্রার্থনা

১৪২। পেয়ারা নবীর পাক কদমে পেশ করিলাম এ নযরানা
এই ওছিলায় গুনা খাতা মাফ করো মোর হে রব্বানা।
১৪৩। কুরবানির ওই পশুর মতো গলায় রশি জবাই মাঠে
চলছি তবু উদাস বেভুল রইছি মজে বিশ্ব-হাটে।
১৪৪। মত্ত রলাম কাব্য কলায় সমাজ সেবার হট্টগোলে
পাপের বোঝায় ন্যুব্জ এখন অনুতাপে মরছি জ্বলে।
১৪৫। কতোই ক্ষতি হলো রে-মন দুনিয়াদারির মোহে পড়ি
দুনিয়া বেচে কিনলে না দ্বীন করলেও না দরাদরি।
১৪৬। ইহকালের লাভের আশায় বেচে যে সুখ পরকালের
ভাগ্যে তাহার আছে কেবল দহন জ্বালা পরিতাপের।
১৪৭। পাপ করেছি ঢের যদিও তবু আশা এ বুক জুড়ে
দিবেন নাকো দয়াল নবী বাঁধন ছিঁড়ে তাড়িয়ে দূরে।
১৪৮। নামটি আমার নবীর নামে 'মুহাম্মাদ'ই রাখার ফলে
শাফায়াতের ভরসা তাঁহার রাখছি পুষে বুকের তলে।
১৪৯। দয়াল নবীর পাক শাফায়াত সেদিন যদি না পাই আহা!
ধ্বংস ছাড়া ভাগ্যে তবে থাকবে না আর কোনই রাহা!
১৫০। তাঁর সমীপে মদদ মেগে হয়নি তো কেউ ব্যর্থ কখন
হয়নি বিফল শরণ যেচে লভেছে তাঁর অভয় শরণ।

১৫১। ভাবছি মনে তাঁর তারিফের কাব্য-কুসুম মাল্য গাঁথি
এই হবে মোর রোজ হাশরে বিপদকালের শ্রেষ্ঠ সাথী।
১৫২। দান যেন তাঁর সিন্ধু বারি কেউ ফেরে না রিক্তহাতে
বাদল যথা ফলায় ফসল নিম্ন ভূমে-ফুল টিলাতে।
১৫৩। সুনাম খ্যাতি পার্থিব লোভ এই কাসীদার নেই যে আমার
ছিলো যেমন আরব কবি জোহায়েরের কাব্য গাথার।

মুনাজাত

১৫৪। তুমি ছাড়া প্রিয় রসূল নেই কেহ আর এ সংসারে
কঠোর কঠিন বিপদকালে শরণ নেবো যাহার দ্বারে।
১৫৫। শেষ বিচারে মোর সুপারিশ করলে তুমি-মহামতি
তোমার মহা উচ্চ শানের হবে না তায় কোনোই ক্ষতি।
১৫৬। কেননা যে দুই জাহানই ফসল তোমার মহাদানের
'লওহ' 'কলম' জ্ঞান পেলো তো অংশ থেকে তোমার জ্ঞানের।
১৫৭। প্রাণ রে! তুই নিরাশ কেনে যদিও তোর পাপ বেশুমার
তার চে' বড় খোদার ক্ষমা শেষ সীমানা নেই সে ক্ষমার।
১৫৮। এই তো আশা-হবে বিশাল যার যতোই বোঝা পাপের
হিস্যা পাবে সে ততোই তোমার অসীম রহমাতের।
১৫৯। হাজির তোমার দরবারে রব অনেক আশা আরজু নিয়া
কোরো না কো নিরাশ আমায় দিও না কো ভেঙে হিয়া।
১৬০। দুই জাহানে এ দুর্বলে ঢালো আশীষ প্রেম করুণার
নয়তো বিভু হারিয়ে যাবে ঘোর বিপদে ধৈর্য তাহার।
১৬১। দরূদ পাকের মেঘমালাকে দাও গো হুকুম হে 'জুলজালাল'
নবীর পরে বিপুল ধারে বর্ষে যেন অনন্তকাল।
১৬২। আল আসহাব তাবেয়ীনের ওপর ঝরাও শান্তিধারা
পরহেজগারী পবিত্রতা সর্বগুণে ধন্য যারা।
১৬৩। আবু বকর ওমর আলী ওসমান-এ চার খলিফায়
অনন্তকাল সিক্ত করে রেখো তোমার আশীষ ধারায়।
১৬৪। প্রভাত সমীর বান' বিটপীর দুলিয়ে যাবে শাখ যতোকাল
যতো দিনই হুদী গেয়ে উট চালাবে উটের রাখাল।
ততো দিনই প্রিয়নবী আর যতো তাঁর সংগী সাথী
সবার ওপর ঝরাও তোমার আশীষ বারি দিন ও রাতি।
১৬৫। দয়াল ওগো! রচক পাঠক শ্রোতা যারা এই কাসীদার
তাদের পরেও ঝরাও তোমার আশীষ ধারা প্রেম করুণার।